০৩-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৫-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগ হলো বাবা এবং বাচ্চাদের মিলনের যুগ

আজ, তোমরা সবাই মিলন মেলা উদযাপন করতে এখানে পৌঁছে গেছ । এই মেলা বাবা আর বাচ্চাদের মধুর মিলন মেলা । যে মিলন মেলার জন্য অনেক আত্মারা বিভিন্ন রকম মেহনত করেও, ঈশ্বর অসীম, তাঁর সঙ্গে মিলন হওয়া অসম্ভব বা মুশকিল , এইরকম বিশ্বাস লালন করতে করতে তারা প্রতীক্ষাতেই থেকে গেছে । কবে মিলন হয় - এই আশায় চলতে থাকে আর এখনো চলছেই চলছে । এইরকম অনেক অন্য আত্মারাও বিয়োগের গীত গাইতে থাকে, কবে মিলন হবে, কবে তিনি আসবেন, কবে তারা তাঁকে খুঁজে পাবে ! তারা সবাই বলে, কখন , সেখানে তোমরা বলো এখন । তারা বিয়োগী আর তোমরা সহজ যোগী । সেকেন্ডে মিলনের অনুভবকারী । এখনও যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে কখন এবং কতো সময়ের মধ্যে মিলন হতে পারে, তবে তোমরা কি বলবে ? তোমরা নিশ্চয় এবং প্রবল আগ্রহে বলবে, বাবার সাথে বাচ্চাদের মিলন হওয়া কখনও মুশকিল হতে পারেনা । সদা সহজভাবে তাঁর সাথে তোমাদের মিলন হতে পারে । সঙ্গমযুগই তো বাবা আর বাচ্চাদের মিলনের যুগ । নিরন্তর মিলনে থাকো, তাই না ! এটাই তো মেলা । মেলা অর্থাৎ মিলন । সুতরাং, খুব উৎসাহের সাথে বলবে, তোমরা বলো মেলা, কিন্তু আমরা অনুক্ষণ তাঁর সাথেই থাকি, অর্থাৎ বাবার সাথেই ভোজনপান করি, তাঁর সাথেই চলি, তাঁর সাথেই খেলি, তাঁরই পালনায় থাকি । এত নেশা থাকে তোমাদের ? তারা জিজ্ঞাসা করে, পরমাত্মা বাবার সাথে কিভাবে তোমাদের স্নেহ হতে পারে, তাঁর সাথে কিভাবে তোমাদের মন লাগে ! তখন তোমাদের হৃদয় থেকে আওয়াজ বার হয়, মন কিভাবে লাগে সেটা তো কোনো ব্যাপারই নয়, কারণ মনই তো তাঁর হয়ে গেছে । তোমার মন কি এখনো তোমার নিজের আছে যে বলো, মন কিভাবে লাগাবে ? একবার যখন মন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো, তাহলে মন কার হলো ? তোমার নাকি বাবার ? মনই যখন বাবার হয়ে গেছে তখন এই প্রশ্নই থাকবে না যে তাঁকে মন কিভাবে দেবো ? এমনকি এই প্রশ্নও উঠতে পারেনা, কিভাবে তাঁকে ভালোবাসো, কারণ, তুমি তো ভালোবাসায় নিরন্তর লাভলীন হয়ে থাকো, প্রেমস্বরূপ হয়ে গেছ । মাস্টার ভালোবাসার সাগর হয়ে গেছ , সুতরাং, তোমাকে ভালোবাসতে হয়না, তুমি ভালোবাসার প্রতিমূর্তি হয়ে গেছ । সারাদিন কি অনুভব করো ? ভালোবাসার তরঙ্গ স্বতঃই উত্তাল হয়ে ওঠার অনুভব করো । জ্ঞান সূর্যের কিরণ বা প্রকাশ যত বাড়তে থাকে ততই বেশি ভালোবাসার তরঙ্গ জেগে ওঠে । অমৃতবেলায় জ্ঞান সূর্যের মুরলি কি কাজ করে ? অনেক তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, তাই না ! সবাই তোমরা এর অনুভাবী, তাই তো ? জ্ঞানের, ভালোবাসার, সুখের, শান্তির এবং শক্তির তরঙ্গ জেগে ওঠে আর তোমরা সেই তরঙ্গে ডুবে যাও । এই অলৌকিক বরসা তোমরা প্রাপ্ত করে নিয়েছো, তাই না ! এটাই ব্রাহ্মণ জীবন । তরঙ্গে নিমজ্জমান হয়ে সাগর সমান হয়ে যাবে । এইরকম মিলনমেলা পালন করো নাকি এখন পালন করতে এসেছো ? ব্রাহ্মণ হয়ে যদি সাগরে অন্তর্লীন হওয়া অনুভব না করো তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব কি থাকলো ! এই বিশেষত্বকেই উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি বলা হয় । জাগতিক সমস্ত ব্রাহ্মণ এই অলৌকিক প্রাপ্তির অনুভবের জন্য তৃষ্ণার্ত ।

এখনও, সব তৃষ্ণার্ত বাচ্চারা বাপদাদার সামনে । বাপদাদার সামনে বেহদের হল্ । এই হলেও সবাই আসতে পারে না । বাচ্চারা সবাই দূরবীন নিয়ে বসে আছে । সাকারে দূরের দৃশ্য সামনে দেখার অনুভবে বাচ্চাদের সহজ এবং শ্রেষ্ঠ পূর্ণ প্রাপ্তি দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । সবাই তোমরা এতই

পুলকিত হও নাকি কখনো প্রসন্ন আর কখনো মায়ায় আকৃষ্ট ? মায়ার বিভ্রান্তিতে আটকে পড়ো না তো ? সংশয় দল-দলে বানিয়ে দেয় । তোমরা এখন দলদল থেকে বেরিয়ে হৃদয়-সিংহাসনাসীন হয়েছো, তাই না ! ভাবো, কোথায় দলদল আর কোথায় হৃদয়সিংহাসনাসীন ! তোমরা কোনটা পছন্দ করবে ? চিৎকার নাকি সিংহাসনে চড়ে বসা ? সিংহাসনই তো পছন্দ, তবে কেন দলদলের দিকে চলে যাও ? দলদলের কাছে গেলে দূর থেকেই দলদল নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ।

নিজেদের নতুন ভেবে এখানে এসেছো নাকি নিজেদের প্রতি কল্পের অধিকারী ভেবে এখানে এসেছো ? নতুনরা এসেছো, তাই না ! পরিচিত হওয়ার জন্য নতুন বলা হবে, কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে তো নতুন নও, তাই না ! স্বীকৃতির তৃতীয় নেত্রের প্রাপ্তি হয়েছে নাকি এখন প্রাপ্ত করতে এসেছো ?

এখানে আসা সব বাচ্চারা, তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্মের বার্থডে গিফ্ট পেয়েছো নাকি তোমাদের বার্থডে পালন করতে এখানে এসেছো ? তোমাদের বার্থডে গিফ্ট হিসেবে বাবার থেকে তোমরা তৃতীয় নেত্র লাভ করো । তোমরা তৃতীয় নেত্র লাভ করো বাবাকে চিনতে । তোমরা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে এবং তৃতীয় নেত্র পেয়েই তোমাদের মুখ থেকে প্রথম কি শব্দ বার হয় ? বাবা ! এর কারণ তোমরা চিনেছো, তবেই তো বলেছ বাবা । সবাই তোমরা বার্থডে গিফ্ট পেয়েছো নাকি কারও বাকি থেকে গেছে ! সবাই পেয়েছো তোমরা, তাই না ? গিফ্ট সদা সামলে রাখতে হয় । বাপদাদার তো সব বাচ্চাই একে অন্যের থেকে অধিক প্রিয় । আচ্ছা ।

এইরকম সর্ব অধিকারী আত্মাদের, সদা সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গে তরঙ্গিত হওয়া অনুভাবীমূর্ত বাচ্চাদের, সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের, সদা বাবার সাথে মিলন মেলা পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সেইসঙ্গে দেশ-বিদেশের সেই বাচ্চাদের, যারা তাদের দূরবীন নিয়ে বসে আছে, বাপদাদাকে এখনও জানেনা, দুনিয়ার এমন বাচ্চাদেরও বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সর্ব আত্মাদের যথা স্নেহ তথা স্নেহ সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ এবং সকল উত্তরাধিকারীদের নমস্কার ।

দাদীজির সাথে :- বাবার সঙ্গের রঙ লেগেছে । তুমি বাবা সমান হয়েছো । তোমার মধ্যে সদা কাকে দেখা যায় ? তোমার মধ্যে বাবা দৃশ্যমান হন । সুতরাং, বাবার সঙ্গ লাভ করেছো, তাই না ? যখন কেউ তোমাকে দেখে তো বাবা স্মরণে আসেন, কারণ তুমি তাঁর মধ্যে ডুবে আছো । সমাহিত হয়ে সমান হয়ে গেছ, এইজন্য বিশেষ স্নেহ আর সহযোগের ছত্রছায়া আছে । তোমার স্পেশাল পার্ট আছে এবং সুরক্ষার স্পেশাল ছত্রছায়া যা বিশেষভাবে খাস বতনে বানানো হয়েছে, সেইজন্যই তুমি সদা হালকা হয়ে থাকো । কখনো বোঝা মনে হয় তোমার ? ছত্রছায়ার মধ্যে আছো, তাই না ! সবকিছু খুব ভালো চলছে । তা' দেখে বাপদাদা আনন্দিত হন ।

গ্রুপের সাথে - অব্যক্ত বাপদাদার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ -

১) সারা বিশ্বে তোমরা বিশেষ আত্মা, এই স্মৃতি সদা জাগ্রত থাকে ? বিশেষ আত্মারা সেকেন্ডের জন্যও একতা সাধারণ সঙ্কল্প বা সাধারণ উক্তি করতে পারে না । এই স্মৃতিই তোমাদের সদা সমর্থ বানায় । তোমরা যে সমর্থ আত্মা, বিশেষ আত্মা এই নেশা আর খুশি বজায় রেখো । সমর্থ অর্থাৎ যারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে । সূর্য যেমন অন্ধকার এবং বর্জিতাংশ সমাপ্ত করে দেয়, ঠিক একইভাবে সমর্থ আত্মারা সমস্ত ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দেয় । ব্যর্থের হিসেব সমাপ্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের হিসেব, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ বোল, সম্পর্ক এবং সম্বন্ধের হিসেব সদা বাড়তে থাকে । এইরকম অনুভব করেছো তোমরা

? 'আমি সমর্থ আত্মা' - এই স্মৃতি আসতেই ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায় । বিস্মৃতি হলেই ব্যর্থ শুরু হয়ে যাবে । তোমাদের স্মৃতিই তোমাদের স্থিতিকে বানায় । সুতরাং, স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাও । স্বরূপ কখনো ভোলা যায়না । তোমাদের স্বরূপ হলো স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থের প্রতিমূর্তি । ব্যস্ ! এই অভ্যাস এবং এই গভীর নিষ্ঠা প্রয়োজন । এমন গভীর নিষ্ঠায় সদা মগ্ন - এটাই জীবন । কখনো কোনও পরিস্থিতিতে অথবা বায়ুমন্ডলে তোমাদের উদ্যম-উৎসাহ কম হবেনা । তোমরা সদা অগ্রবর্তী, কারণ সঙ্গমযুগ এমন একটা যুগ যখন তোমরা উদ্যম-উৎসাহ প্রাপ্ত করো । যদি সঙ্গমে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে, তবে সারা কল্পে হতে পারেনা । এখন নয় তো কখনই নয় । ব্রাহ্মণ জীবনই উৎসাহ-উদ্দীপনার জীবন । যাকিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা' অন্যদের বিলিয়ে দিতে হবে । উৎসাহ সদা খুশির লক্ষণ । যাদের উৎসাহ আছে তারা সদা খুশি থাকে । আর সদাসর্বদা এই উৎসাহ থাকে যা কিছু পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি ।

সদা অচল-অনড় স্থিতিতে থেকে অঙ্গদের মতো তুমিও শ্রেষ্ঠ আত্মা, এই নেশা আর খুশিতে থাকো, কারণ যারা সদা এক এর রসে ডুবে একরস স্থিতিতে থাকে তারা সদা অচল থাকে । যেখানে একাধিপতি সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই । যেখানে দুইয়ের অস্তিত্ব সেখানেই দ্বিধা থাকে । একে'র অনুরাগী হয়ে স্বতন্ত্র থাকো (ন্যারে আউর প্যারে) । এক ব্যতীত অন্য কোথাও তোমার বুদ্ধি যেতে দিওনা । যখন একের মধ্যে সবকিছু প্রাপ্ত হতে পারে তখন অন্যদিকে যাওয়ার-ই কি দরকার ! কতো সহজ মার্গ লাভ করেছো । একই ঠিকানা, একের থেকেই সর্ব প্রাপ্তি, আর কি-ই বা চাই ! সবকিছু পেয়ে গেছ, ব্যস্ ! বাবাকে পাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, তাঁকেই প্রাপ্ত করেছো । সুতরাং, এই খুশিতেই নাচতে থাকো, খুশির গীত গাইতে থাকো । দ্বিধাগ্রস্ত হলে কোনও প্রাপ্তি নেই, এইজন্য এক -এর মধ্যেই সারা সংসার অনুভব করো ।

নিজেকে সদা হিরো পার্টধারী মনে করে সব কর্ম করো । যারা হিরো পার্টধারী হয় তাদের কতো খুশি থাকে, কিন্তু সেসবই হলো হদের পার্ট । তোমাদের সবার পার্ট বেহদের । কার সাথে তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করতে যাচ্ছ ! কার সহযোগী তোমরা, কোন সেবার নিমিত্ত ? এসব তোমাদের স্মৃতিতে থাকলে, তোমরা সদা উৎফুল্ল, সদা সম্পন্ন, সদা ডবল লাইট থাকবে । প্রতি পদে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে । তোমরা কি ছিলে আর কি হয়েছো ! বাহ্ আমি ! বাহ্ আমার ভাগ্য ! সদা এই গীত গাও এবং অন্যদেরও শেখাও কিভাবে এই গীত গাইতে হয় । পাঁচ হাজার বছরের লম্বা রেখা টানা হয়ে গেছে, সুতরাং খুশিতে নাচো । আচ্ছা ।

২) সদা একাধিপতি বাবার স্মরণে একরস স্থিতিতে থাকা তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ? তোমরা একরস আত্মা নাকি আর কোনও রস তার নিজের দিকে তোমাদের টানে ? কোনও অন্য রস নিজের দিকে তো টানেনা, তাই না ? তোমাদের তো আছেনই একেশ্বর । একের মধ্যে সব সমাহিত হয়ে আছে । যখন একাধিপতিই আছেন, অন্য কেউ নেই, তখন তোমরা যাবে কোথায় ? কোনো কাকা, মামা তো নেই, তাই না ! সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? এই প্রতিজ্ঞাই তো করেছিলে, সবকিছু শুধুই তুমি ! কুমারী সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছো ? তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছ আর বরমালা তোমাদের গলায় পরে নিয়েছ । প্রতিজ্ঞা করেছ আর বর পেয়ে গেছ । বরও পেয়েছ, ঘরও পেয়েছ । তাহলে বর আর ঘর পেয়ে গেছ তোমরা । কুমারীদের জন্য তাদের মা-বাবাকে কি ভাবতে হয় ? যাতে তারা ভালো বর আর ঘর পেয়ে যায় । তোমরা তো এমন বর পেয়ে গেছ, যাঁর মহিমা

সারা জগৎ করে । ঘরও এমন পেয়েছ যেখানে অপ্রাপ্তি কোন বস্তু নেই । সুতরাং, ভালোভাবে বরমালা পরে নিয়েছ তো ? এমন কুমারীদের বলা হয় বিচক্ষণ । সর্বতোভাবে কুমারীরা তো বিচক্ষণই হয় । কুমারীদের দেখে বাপদাদা খুশি হন । কারণ তোমরা বেঁচে গেছ । যদি কেউ পতন হওয়া থেকে বেঁচে যায়, খুশি তো হবেই, তাই না ! মাতারা, যাদের পতন হয়েছিলো, তাদের ক্ষেত্রে বলা হবে, যারা পতিত হয়েছিল তারা বেঁচে গেছে । কিন্তু কুমারীদের জন্য বলা হবে পতন হওয়া থেকে বেঁচে গেছে । সুতরাং তোমরা কতো লাকি ! মাতাদের নিজেদের লাক, আর কুমারীদের নিজেদের লাক । মাতারা লাকি কারণ, তবুও তো তারা গো-পালকের গাভী ।

৩) সদা তোমরা মায়াজিৎ ? যারা মায়াজিৎ, তাদের বিশ্ব কল্যাণকারী
হওয়ার নেশা অবশ্যই থাকবে । এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? 'বেহদ সেবা' অর্থাৎ বিশ্ব সেবা' । সদা যেন এই স্মৃতি থাকে, 'আমরা বেহদ মালিকের বালক' । তোমাদের এই স্মৃতি সদা থাকে, কি হয়েছো, আর কি লাভ করেছো । ব্যস্ ! এই খুশিতে সদা এগিয়ে চলো । যারা এগিয়ে চলে তাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন ।

সদা বাবার স্মরণের মত্ততায় মত্ত থাকো । ঈশ্বরীয় উন্মাদনা তোমাদের কি বানায় ? ভূ-নিবাসী থেকে একেবারে গগন-নিবাসী । সদা আকাশে থাকো নাকি ভূমিতে ? যদিও তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা হয়েছো, তাহলে নীচে কিভাবে থাকবে ? জমিন তো নীচে, আকাশ উপরে, সুতরাং নীচে কিভাবে আসবে ? বুদ্ধিরূপী পা কখনো ভূমিতে থাকেনা । ওপরে । এটাই বলা হয় উঁচু থেকেও উঁচু বাবার উঁচু বাচ্চা হওয়া । এই নেশা বজায় রাখতে হবে । সদা অচল-অনড় থেকে সর্ব খাজানায় সম্পন্ন থাকো । মায়ার কৌশলে যদি সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হও তো সর্ব খাজানার অনুভব হবেনা । বাবার থেকে কতো খাজানা তোমরা লাভ করেছো ! সেই খাজানা সদা কায়েম রাখার সাধন হলো, সদা অচল-অনড় থাকো । অচল থাকলে সদাই খুশির অনুভূতি হতে থাকবে । বিনাশী ধনেরও তো খুশি থাকে, তাই না ? যখন লোকে বিনাশী নেতৃত্বের চেয়ার পায়, নাম-যশ লাভ করে তখনও কতো খুশি হয় । যতই হোক, এটা অবিনাশী খুশি । একমাত্র যারা অনড় এবং অচল হবে, তাদেরই এই খুশি থাকবে ।

সব ব্রাহ্মণদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়ে গেছে । প্রথমে গোলাম ছিলো, গাইতো আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস . . তোমরা এখন স্বরাজ্যধারী হয়ে গেছ । গোলাম থেকে রাজা হয়েছ । সুতরাং কতো ফারাক হয়ে গেল ! রাত আর দিনের মতো তফাৎ, তাই না ! বাবাকে স্মরণ করো আর দাস থেকে রাজা হও । সারা কল্পে এইরকম রাজ্য খুঁজে পাবেনা । এই স্বরাজ্যের সাথেই বিশ্ব রাজ্যের প্রাপ্তি হয় । সুতরাং, সদা এই নেশায় থাকো, 'আমরা স্বরাজ্য অধিকারী' , তবেই এই কর্মেন্দ্রিয় সব স্বতঃই শ্রেষ্ঠ রাস্তায় চলবে । সদা এই খুশিতে থাকো, যা পাওয়ার ছিলো তা' পেয়ে গেছি...দেখ, তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছ, কোথায় ছিলে আর কোথায় পৌঁছে গেছ । আচ্ছা ।

বরদানঃ - প্রবৃত্তিতে থেকে একাধিপতি বাবার সাথে কম্বাইন্ড হয়ে দেহের সমস্ত সম্বন্ধ থেকে নিবৃত্ত ভব

প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্র প্রবৃত্তির পার্ট প্লে করতে হলে দেহ-সম্বন্ধের সবকিছু থেকে নিবৃত্ত থাকো । আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী, এই ভাব স্বপ্নেও আসা উচিৎ নয় । আত্মা যদি ভাই-ভাই হয়, তবে এই স্ত্রী-পুরুষ কিভাবে হবে ! যুগল তো তুমি আর বাবা ! এটা তো নামমাত্র সেবার্থে, যতই হোক, কম্বাইন্ড রূপে

আমি আর বাবা' । এইরকম ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলো, তখনই তোমাদের বলা হবে, "হিম্মতবান বিজয়ী আত্মা" ।

স্লোগানঃ – যারা সদা সন্তুষ্ট আর খুশি থাকে, তাদের বলা হয় সৌভাগ্যবান, তীব্র পুরুষার্থী ।